নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

নামাজ পড়ার পদ্ধতি

মূলঃ
শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায
(রাহেমাহুল্লাহ)

বঙ্গানুবাদ
কারী আঃ মান্নান আরশাদ বিন মাওলানা আঃ হামীদ
মোল্লা (খুলনা)

মুদ্রণ ও প্রকাশনায়ঃ
ইসলামী দাওয়াত, ইরশাদ, আওকাফ ও ধর্ম বিষয়ক
মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিষয়ক সংস্থা রিয়াদ
2011 হিজরী

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه .

أما بعد :

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মোহাম্মদ ও তাঁর আহল ও ছাহাবীগণের উপর ! অতঃপর এই যে,
আমি মুসলমান নর ও নারীর সামনে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাজ পড়ার পদ্ধতি সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করার ইচ্ছা করছি যাতে প্রত্যেক পরিজ্ঞাত (জানা) ব্যক্তি রাসূলকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুবহু অনুসরণ করার চেষ্টা করতে পারে। কেননা, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ-

(صلوا كما رأيتموني أصلي)

"নামাজ পড় যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখ:" (বোখারী)

পাঠকবর্গের কাছে নামাজ পড়ার পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা এই যে,

১। পরিপূর্ণ পবিত্রতা তা হলো আল্লাহ্ তায়ালা যেভাবে ওজু করার আদেশ দিয়েছেন সেভাবে ওজু করা।

আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾

হে ইমানদারগণঃ যখন তোমরা নামাজ পড়ার ইচ্ছা পোষণ কর তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং মাথা মাসেহ ও পায়ের গিট পর্যন্ত ধৌত কর।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ-

(لا تقبل صلاة بغير طهور)

“পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না”

২। নামাজীর কেবলামুখী হওয়া অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেখানেই ফরজ কিংবা নফল নামাজ পড়ার ইচ্ছা করে,

তার সমস্ত দেহ, মনসহ কাবার দিকে হতে হবে। মুখে নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই। কেননা, শরিয়তে এরূপ করার হুকুম নেই। বরং ইহা একটি বিদায়াত। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা ছাহাবাগণ মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করেন নাই। ইমাম কিংবা একাকী নামাজী সামনে নিশান (চিহ্ন) দাঁড় করিয়ে উহার দিকে নামাজ পড়বে। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কেবলামুখী হওয়া নামাজের জন্য শর্ত। তবে কতিপয় ব্যতিক্রম মাসয়ালাহ ব্যতীত, যার বিশদ (বিস্তারিত) বর্ণনা বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে।

৩। আল্লাহু আকবার বলে তকবীরে তাহরীমা করতে হবে। সেজদার জায়গায় দৃষ্টি থাকবে।

৪। তকবীরের সময় উভয় কাঁধ কিংবা উভয় কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে।

৫। বুকের উপর হাত রাখতে হবে। ডান হাত উপরে রেখে বাম হাতের কব্জি অথবা বাহু ধারণ পূর্বক রাখতে হবে। কেননা, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এভাবেই করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণিত আছে।

৬। প্রাথমিক দোয়া পড়া সুন্নত। দোয়া হলো:-

اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياى بالماء والثلج والبرد

"হে পরোয়ারদেগার! আমার গুনাহ ও আমার মধ্যে এরূপ দূরত্বের ব্যবধান করে দাও যেরূপ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব করে দিয়েছ। আমাকে গুনাহ থেকে এরূপ পবিত্র কর যেরূপ শ্বেত শুভ্র কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার থাকে। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ বরফ শীতল পানি দিয়ে ধৌত করে দাও" এর পরিবর্তে ইচ্ছা করলে এই দোয়া পড়া যায়।

سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

"তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি, তোমার গৌরব অতি উচ্চ, তোমার নাম বরকতময়, তোমার সম্মান মহিমান্বিত তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই"।

এতদ্ব্যতীত (ইহা ছাড়া) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত অন্য প্রাথমিক দোয়া পাঠ করা দুষণীয় নয়। বরং কখনো ইহা কখনো উহা করা ভালো। কেননা তাতে পরিপূর্ণ অনুসরণ পাওয়া যায়। অত:পর বলবে:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

"আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম দয়ালু দাতা আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি"।

তারপর আলহামদু সূরা পাঠ করতে হবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

"যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতেহা পাঠ না করে তার নামাজ হয় না।"

তার পর উচ্চস্বরের নামাজে আওয়াজ করে আর চুপিস্বরের নামাজে চুপে চুপে আমীন বলবে। তার পর যতটুকু সহজসাধ্য হয় কোরআন পড়বে। জোহর, আছর এবং এশার নামাজে ফাতেহার পর (নাতিদীর্ঘ) আওছাতে মোফাচ্ছাল, ফজরের নামাজে তেওয়াল

(দীর্ঘ) এবং মাগরিব নামাজে কখনো দীর্ঘ কখনো ছোট সূরা পড়া ভালো। তাতে এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল হবে।

৭। হস্তদ্বয় উভয় কাঁধ কিংবা উভয় কান পর্যন্ত উঠিয়ে তকবীর সহ রূকু করতে হবে। মাথা পিঠ বরাবর থাকবে এবং হাতের আংগুল ফাঁক ফাঁক করে উভয় হাঁটুতে রাখতে হবে। রূকুতে স্থিরতা থাকা চাই। অত:পর বলবে:

سبحان ربي العظيم

" আমার প্রভু পবিত্র মহান।"

৩ বার কিংবা ততোধিকবার পড়া ভালো। ইহার সাথে এভাবে পড়া মোস্তাহাব:-

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفرلي

৮। দু হাত উভয় কাঁধ কিংবা উভয় কান পর্যন্ত উঠিয়ে রূকু থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতে হবে:-

سمع الله لمن حمده

যদি ইমাম কিংবা একাকী নামাজী হয়।

এবং দাঁড়ানো অবস্থায় বলবে:-

ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السموات

وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد

" হে পরোয়ারদেগার! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তোমার প্রশংসা অসংখ্য উত্তম ও বরকতময়। তোমার প্রশংসা আস্‌মান, যমিন ও উভয়ের মধ্যস্থিত স্থান পরিপূর্ণ এবং এরপরও যে বস্তুতে তুমি ইচ্ছা কর সেখানেও পরিপূর্ণ।"

যদি মোকতাদি হয় তবে মাথা উঠানোর সময় বলবে :

.. ربنا ولك الحمد বর্ণনার শেষ পর্যন্ত।

ইমাম মোকতাদী একাকী নামাজী সবাই যদি এভাবে পড়েন তা জায়েজ।

أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا

مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك

الجد

" (আল্লাহ্) স্তুতি ও প্রশংসা ওয়ালা। বান্দা যা বলে তার চেয়েও বেশী তিনি উপযুক্ত, আমরা সকলেই তোমার বান্দা। আয় আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার কেউ নেই। আর তুমি যা রোধ কর তা

দান করার আর কেউ নেই। তোমার দান ছাড়া আর কোন দানে উপকারিতা নেই"।

এই দোয়া পাঠ করা উত্তম। কেননা ইহা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর মুকতাদী হলে রুকু থেকে উঠার সময় বলবেঃ

ربنا ولك الحمد

এই সময় সবার জন্য রূকুর পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায় যে ভাবে উভয় হাত বুকের উপর ছিল সেভাবে বুকের উপর হাত রাখা মোস্তাহাব। কেননা, ওয়ায়েল ইবনে হুজর, সহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত রাসূলের হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত।

৯। তকবীরসহ্ সেজদা করতে হবে। যদি কষ্ট না হয় তবে হাঁটুদ্বয় উভয় হাতের পূর্বে রাখবে। কষ্ট হলে উভয় হাত হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে রাখা যায়। হাত ও পায়ের আংগুলগুলি কেবলা মুখী থাকবে। হাতের আংগুল মিলিত ও প্রসারিত থাকবে। সেজদা ৭টি অংগের উপর হয়ে থাকে। কপাল নাকসহ, ২ হাত, ২ হাঁটু পদদ্বয়ের আঙ্গুলির পেট সমূহ।

সেজদায় বলতে হবে-

سبحان ربي الأعلى

"আমার প্রভু পবিত্র, উচ্চ"

৩ বার কিংবা ততোধিকবার পড়া সুন্নত। এর সাথে এই দোয়া পড়া মোস্তাহাব।

سبحانك اللهم بحمدك ، اللهم اغفرلي

" অর্থাৎ তুমি পবিত্র হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রব তোমার প্রশংসা করি আয় আল্লাহ! আমাকে মাফ কর।"

সেজদায় বেশী করে দোয়া করা মোস্তাহাব। কেননা, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:-

أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

অর্থাৎ রুকতে তোমরা আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা কর, আর তোমরা সেজদার মধ্যে দোয়ার প্রচেষ্টা কর। কেননা, দাঁড়ানোর সাথে সাথেই তোমাদের দোয়া কবুল করা হয়।"

ফরজ কিংবা নফল নামাজ যাহাই হউক না কেন সেজদার মধ্যে আল্লাহর কাছে নিজের ও অন্যান্য

মুসলমানগণের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের প্রার্থনা করবে। সেজদার সময় হাত পার্শ্বদেশ থেকে, পেট উরূ থেকে এবং উরূদ্বয় পিন্ডলিদ্বয় থেকে আলাদা থাকবে। হস্তদ্বয় মাটি থেকে উপরে রাখতে হবে। কেননা, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب

"সেজদায় তোমরা বরাবর থাক। তোমরা কেহ তোমাদের হস্তদ্বয় কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে প্রসারিত করো না।"

১০। তাকবীর সহ মাথা উঠাবে। বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। ডান পা দাঁড় করাবে এবং হস্তদ্বয় হাঁটু ও উরুদ্বয়ের উপর রাখবে এবং বলবে।

رب اغفرلي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني

"আয় আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার উপর রহমত কর, আমাকে হেদায়েত দান কর এবং আমাকে রিজিক দাও, আমাকে সুস্থতা দান কর এবং আমাকে পূর্ণ কর।"

এই বৈঠকে স্থিরতা থাকতে হবে।

১১। তাকবীর সহ দ্বিতীয় সেজদা করতে হবে। এবং প্রথম সেজদায় যে সমস্ত কাজ ছিল ঐগুলি ২য় সেজদায়ও করতে হবে।

১২। তকবীরসহ মাথা উঠাতে হবে এবং ক্ষণিকের জন্য বসতে হবে। যেমন দুই সেজদার মধ্যবর্তী সময় বসা হয়েছিল। ইহাকে প্রশান্তির বৈঠক বলা হয়। ইহা মোস্তাহাব। যদি ইহা কেহ না করে তবে তাতে দোষ নেই। এই বৈঠকে কোন জিকির বা দোয়া নেই। অত:পর ২য় রাকাতের জন্য যদি কষ্ট না হয় হাঁটুতে ভর করে দাঁড়াতে হবে। অক্ষম হলে মাটিতে ভর করে দাঁড়ানো যাবে। তারপর সূরায়ে ফাতেহা ও কোন সহজ সূরা পড়তে হবে এবং ২য় রাকাতের কাজগুলি ১ম রাকাতের কাজগুলির মত আদায় করতে হবে।

১৩। যদি দু' রাকায়াত ওয়ালা নামাজ হয় (যেমন- ফজর , জুমা, ইদের নামাজ) তা হলে ২য় সেজদার পর ডান পা দাঁড় করিয়ে বাম পা বিছিয়ে বসতে হবে। ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে শাহাদাত অংগুলি ছাড়া সমস্ত অংগুলি মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত অংগুলি দ্বারা তৌহিদের ইশারা করবে। যদি কনিষ্ট ও

অনামিকা বন্ধ রেখে মধ্যমা ও বৃদ্ধাংগুলি প্রসারিত অবস্থায় শাহাদাত অংগুলি দ্বারা ইশারা করে তবে তাহা ভালো। কেননা হাদীসে উভয় প্রকারের রেওয়ায়েত রয়েছে। কখনও এভাবে কখনও ওভাবে করা ভালো। বাম হাত বাম উরূ ও হাঁটুর উপর রাখতে হবে।

অত:পর এই বসায় তাশাহুদ পড়তে হবে।

তাশাহুদ হলো:-

التحـــيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمـــة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

"তৎপর বলতে হবে।"

الـــلهم صـــل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهـــيم وعـــلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمـــد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

তারপর ৪ বস্তু থেকে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য দোয়া পাঠ করবে। তাহা হলো-

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال

“আয় আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আগুনের আজাব, কবরের আজাব, জীবিত, মৃত অবস্থায় ফেতনা ও দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

এর পর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে ইচ্ছা মোতাবেক দোয়া করবে। ফরজ নামাজ হউক কিংবা নফল নামাজ ইহাতে মা, বাপের ও অন্যান্য মুসলমানের জন্য দোয়া করা ভালো। কেননা, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইবনে মাসউদকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাশাহুদ শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন বলেছেন - তোমার কাছে যে দোয়া পছন্দনীয় তা নির্বাচন করে প্রার্থনা কর।” অন্য ভাবে আছে “যা ইচ্ছা তাই আল্লাহর কাছে যাঞ্ছা কর। এগুলি মানব মন্ডলীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সার্বিক মংগলের ইংগিত বহণ করে। তৎপর আস্‌সালামু আলাইকুম বলে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাতে হবে।

১৪। যদি ৩ রাকায়াত ওয়ালা নামাজ হয় (যেমন মাগরিবের নামাজ) অথবা ৪ রাকায়াত (যেমন জোহর, আছর, এশার নামাজ) তা হলে উল্লিখিত তাশাহুদের পর দুরূদ পড়তে হবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে হাঁটুতে ভর করে দাঁড়িয়ে উভয় হাত কাঁধ কিংবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে বুকের উপর পূর্বের ন্যায় রাখবে। তারপর কেবল মাত্র আলহামদু পড়বে। যদি কেহ কখনো ৩য় ও ৪র্থ রাকায়াতে আলহামদুর অতিরিক্ত কিছু পড়ে তবে তাতে ক্ষতি নেই। কেননা, আবু সাইদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত রাসূলের হাদীসে এর উল্লেখ আছে।

মাগরিব নামাজে ৩য় রাকায়াতের পর এবং জোহর, আছর ও এশার নামাজে ৪র্থ রাকায়াতের পর ২ রাকায়াত ওয়ালা নামাজের ন্যায় তাশাহুদ পড়তে হবে। তারপর ডান ও বাম দিকে ছালাম ফিরাবে। এর পর ৩ বার আস্‌তাগফিরুল্লাহ পড়বে। আর ইমাম হলে মোকতাদীর দিকে মুখ ফিরানোর পূর্বে এই দোয়া পড়বে।

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام

"আয় আল্লাহ্! তুমি প্রশান্তি দাতা। তোমার কাছেই শান্তি। হে মহিমান্বিত, প্রতাপান্বিত আল্লাহ্! তুমি বরকতময়! অত:পর এই দোয়া পাঠ করবে।

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون

" আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই মালিক। তাঁর জন্য সব প্রশংসা। তিনি সব কিছু করার একমাত্র অধিকারী। আয় আল্লাহ্! তুমি যা দান কর তা রোধ করার কেউ নেই এবং যা রোধ কর তা দান করার কেউ নেই। তোমার দান ব্যতীত অন্য দানে

উপকারীতা নেই। তোমার শক্তি ছাড়া অন্য কোন শক্তি নেই। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমারা কেবল মাত্র তোমারই এবাদত করি। তাঁর জন্য সমস্ত নেয়ামত, তাঁর জন্য সমস্ত ফজিলত এবং তাঁর জন্যই সমস্ত স্তুতি প্রশংসা। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমরা তাঁর দ্বীনের জন্য উৎসর্গীত যদিও কাফেরদের কাছে তা অপছন্দনীয়।"

তারপর ৩৩ বার ছোবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ , ৩৩ বার আল্লাহু আকবর এবং এক বার পড়বে-

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

আয়াতুল কুরছি, কুলহুয়াল্লাহ্ আহাদ, কুল আউযুবিরাব্বিল ফালাক, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস, প্রত্যেক নামাজের পর পড়া যায়। এই ৩টি সূরা ৩বার করে ফজর ও মাগরিবের পর পড়া মোস্তাহাব। কারণ, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন। উল্লিখিত দোয়াগুলি সুন্নত, ফরজ নহে।

মুকিম অবস্থায় নিয়মিত জোহরের পূর্বে ৪ রাকায়াত এবং পরে ২ রাকায়াত, মাগরিবের পর ২ রাকায়াত এবং এশার পর ২ রাকায়াত এবং ফজরের পূর্বে ২ রাকায়াত সর্ব মোট ১২ রাকায়াত নামাজ পড়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য মুস্তাহাব। এগুলিকে (رواتب) সব সময়ের নামাজ বলা হয়, কেননা, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকীম (স্বস্থানে অবস্থানকালীন) অবস্থায় এই নামাজগুলি আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন।

সফরের সময় ফজরের সুন্নত ও বিতর নামাজ ব্যতীত উক্ত নামাজগুলি পড়তেন না। ফজরের সুন্নত ও বিতর সর্বাবস্থায় আদায় করতেন।

বিতর ও এই সমস্ত নামাজগুলি ঘরে আদায় করা উত্তম। মসজিদে আদায় করাতে ক্ষতি নেই। কেননা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।

أفضل صلاة المرأ في بيته إلا المكتوبة

“ অর্থাৎ ফরজ ব্যতীত অন্যনা নামাজ ঘরে পড়া উত্তম।”

উল্লিখিত নামাজগুলি বেহেশত পাওয়ার ওছিলা স্বরূপ। কারণ বিশ্ব নবী এরশাদ করেছেন।

من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة

" অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিনে- রাতে ১২ রাকায়াত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরী করেন।" (মুসলিম)

যদি কেউ আছরের পূর্বে ৪ রাকায়াত, ২ রাকায়াত মাগরিবের পূর্বে ও ২ রাকায়াত এশার পূর্বে পড়ে তবে তা উত্তম। কেননা এর সঠিকতার উপর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তৌফিকদাতা!

অসংখ্য দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর উপর এবং তাঁর আহল ও ছাহাবা এবং যারা সঠিক ভাবে তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণ, অনুকরণ করবে তাদের উপর।

كيفية صلاة النبي

صلى الله عليه وسلم

تأليف سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رحمه الله تعالى

ترجمة:

قارئ عبدالمنان أرشد بن مولانا عبدالحميد ملا خلنابهي

(باللغة البنغالية)

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

المملكة العربية السعودية

١٤٣٢هـ